Visit Our Website : natunchithi.co.in

# নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২ জুন, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ২২ সংখ্যা ১ জুন, ২০১৫, সোমবার, ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২

## কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬তম জন্মদিন পালিত হলো সর্বত্র

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ মে :** সাম্যের জয়গান গাওয়া কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৬ তম জন্মজয়ন্তী এপার বাংলা-ওপার বাংলায় নন্দিত হয়ে উঠেছিল বর্ণাঢ্য সংস্কৃতিক কর্মসূচিতে। প্রভাতফেরির গানে এদিন ঘুম ভাঙে মানুষের। জেলা শহর, মহকুমা, শহর, ব্লক, সদর থেকে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয় প্রভাতফেরি, কবিপ্রণাম ও আলোচনাচক্র। বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনও এদিন নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালন করেছেন কবির জন্মদিন। সব অনুষ্ঠানে ছিল সাড়া জাগানো ভিড়।

মূল অনুষ্ঠানটি হয় কবির জন্মভূমি চুরুলিয়ায়। এদিন সন্ধ্যায় নজরুল অ্যাকাডেমির উদ্যোগে ৩৭তম নজরুল মেলার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের বাংলা অ্যাকাডেমির মহাপরিচালক সামসুজ্জামান খান। এই মেলা চলবে সাত দিন। চুরুলিয়া গ্রামের মুখে চৌধুরী পুকুর মোড়ে কাজী নজরুল ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ মূর্তির উন্মোচন করেন জেলা শাসক সৌমিত্র মোহন। এদিন প্রমীলা মঞ্চে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এছাড়া প্রাণীসম্পদ বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সভাধিপতি দেবু টুডু, পরিষদীয় সচিব বিধায়ক উজ্জ্বল প্রামাণিক, কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য সাধন চক্রবর্তী, জেলা শাসক সৌমিত্র মোহন প্রমুখ।

আউশগ্রামের ভেদিয়া হাইস্কুলে কাজী নজরুল ইসলামের ৮ ফুট লম্বা একটি আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করেন বাংলাদেশের ডেপুটি হাই কমিশনার জকি আহাদ।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বর্ধমান শহর শাখার উদ্যোগে উদয়চাঁদ জেলা গ্রন্থাগারে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। কবিতা, গান, আবৃত্তির পরিবেশন করেন শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন ড. আবুল হাসান। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সুধীর রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিকাশ বিশ্বাস।

*পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এর বর্ধমান শহর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নজরুল জয়ন্তী।*

## মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে

### —শ্রীদীপ ভট্টাচার্য

**নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ২৯ মে :** উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং পশ্চিমবাংলায় নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী তৃণমূল সরকারের গণতন্ত্র হত্যাকারী ও দুর্নীতির মদতকারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলে পশ্চিমবাংলায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হবে। সি পি আই(এম) রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির আহ্বানে 'বর্তমান পরিস্থিতি, আমাদের করণীয় কাজ' শীর্ষক এক আলোচনাসভায় কথাগুলি বলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা শ্রীদীপ ভট্টাচার্য।

তিনি বলেন, মার্কসবাদ লেনিনবাদের আদর্শকে পাথেয় করে মতাদর্শগত আন্দোলনকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে সমস্ত বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষকে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) নেতা বংশগোপাল চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন বিবেক চৌধুরী, পুরপ্রধান অনুপ মিত্র। সভাপতিত্ব করেন রুণু দত্ত।

## জেলা জুড়ে সি আই টি ইউ-র ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হলো

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ মে :** সি আই টি ইউ-র ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে জেলার সর্বত্র নানা কর্মসূচি পালিত হয়। বর্ধমান শহরে সংগঠনের দপ্তরের সামনে পতাকা উত্তোলন হয়। বক্তব্য রাখেন প্রবীণ শ্রমিক নেতা নজরুল ইসলাম, তরুণ রায়, তড়িৎ ঘোষ প্রমুখ। শহিদ প্রভাত কুণ্ডু ভবনে শ্রমজীবী ঘরের সংখ্যালঘু মহিলারা সহ ৪৯ জন রক্তদান করেন। এদিন সন্ধ্যায় জনপথ পরিবহন মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে কলকাতার শ্রুতিরঙ্গম নিবেদিত পরান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মিথ্যাবাদী' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

রানিগঞ্জে পাঞ্জাবী মোড়ে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবসে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা বংশগোপাল চৌধুরী, বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী, বিবেক চৌধুরী, হারাধন ঝা, মনোজ দত্ত প্রমুখ। আসানসোলে আপকার গার্ডেনে সি আই টি ইউ দপ্তরে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন শ্রমিক নেতা রাধাশ্যাম দাস। শহিদবেদীতে মালা দিয়ে বক্তব্য রাখেন সুবীর নিয়োগী, দেবতোষ চক্রবর্তী প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন তাপস রায়, মনোজ দাস, হেমন্ত সরকার, যতন মজুমদার, সত্য চ্যাটার্জী প্রমুখ। পরে মিছিল করে ভগৎ সি মোড়ে যান ও কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইন ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সাময়িক জি টি রোজ অবরোধ করেন।

চিত্তরঞ্জনে সি আই টি ইউ-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে চিরেকা লেবার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমলাদহি বাজারে সভা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন অলোক ঘোষ ও রাজীব গুপ্ত।

গুসকরা রেলস্টেশন চত্বরে রক্ত পতাকা উত্তোলন, শহিদবেদীতে মাল্যদান ও বক্তব্য রাখেন অপল মাজি ও জয়প্রকাশ রায়।

## শিক্ষাঙ্গন আক্রান্ত : গর্জে উঠুন

### —বিকাশ ভট্টাচার্য

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ মে :** ২৯ মে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মচারী ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গন আজ বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। কারণ শিক্ষা চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। উদারনীতি মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলছে। ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেবার জন্যই স্বাধীন গণতান্ত্রিক মত প্রকাশে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, চোর যাতে ধরা না পড়ে আমাদের করের টাকায় রাজ্য সরকার সেই ব্যবস্থা করছে। আমরা কি আমাদের করের টাকায় চোরদের রক্ষা করবো? শরীর থাকলে খারাপ হয়, তেমন ধর্ষণও হয়—মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার আহ্বান জানান তিনি। সভাকে অভিনন্দন জানান আধিকারিক শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার। খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন বুদ্ধদেব চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন আকাশ চাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী রবিশঙ্কর চ্যাটার্জী, সুজিত মিত্র প্রমুখ।

## উচ্চ-মাধ্যমিকেও পিছিয়ে গেল বর্ধমান জেলা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ মে :** উচ্চ মাধ্যমিকের নতুন সিলেবাসের ফলাফলে মেধাতালিকায় প্রাপ্ত নম্বরের পরিমাণ দিল্লি বোর্ডকে ছুঁয়ে ফেলেছে। দিল্লি বোর্ডের সঙ্গে পাল্লা দিতেই এই সিলেবাস। নতুন সিলেবাসে এক দিকে যেমন পাশের হার বেড়েছে, অন্যদিকে মেধাতালিকায় প্রাপ্ত নম্বরের পরিমাণও বেড়েছে। বিশেষজ্ঞরা যদিও একে অন্য চোখে বিশ্লেষণ করছেন। সংখ্যায় বাড়ছে, গুণমানে অবনমন ঘটছে বলে মনে করছেন। মেধাতালিকায় মাধ্যমিকের মতো উচ্চ-মাধ্যমিকেও বর্ধমান জেলা গত কয়েক বছরের মতো উল্লেখযোগ্যভাবে এবার উঠে আসতে পারে নি। বর্ধমান জেলার এভাবে পিছিয়ে পড়া নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

উচ্চ-মাধ্যমিকের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে মেধা তালিকায় ষষ্ঠ স্থান ও জেলাতে প্রথম স্থান পেয়েছে বারাবনির দীপায়ন বিশ্বাস। ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে বারাবনির মনোহরলাল বিবেকানন্দ বিদ্যায়তনের ছাত্র শিল্পাঞ্চলে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর হল ৪৮৫। এর পরেই ৪৮১ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে দশম স্থান অধিকার করেছে টাউন স্কুলের জয়জিৎ পাল। একই নম্বর পেয়েছে মেমারি ভি. এম. ইনস্টিটিউশনের ছাত্র শঙ্খদীপ ঘোষ।

*যুগ্মভাবে দশম স্থান অধিকারী বাদিক থেকে বর্ধমান টাউন স্কুলের জয়জিৎ পাল এবং মেমারি ভি. এম. ইনস্টিটিউশনের ছাত্র শঙ্খদীপ ঘোষ।*

পাশের হার এবং প্রাপ্ত নম্বরের আধিক্য বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন অভিভাবকরা। কলেজে ভর্তি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। নামিদামি কলেজে পড়ার ভিড় বাড়বে। যে পরিমাণ কলেজ জেলাতে রয়েছে তাতে পাশ করা সব ছাত্র-ছাত্রীর স্থানসংকুলান হবে না। এখন দেখার সরকার কী ব্যবস্থা নেয়!

## আত্মঘাতী চাষি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ মে :** পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডার বর্ধমান জেলায় ফের এক ভাগচাষি আত্মঘাতী। গত ছ'মাসে এনিয়ে জেলাতে ১২ জন চাষি দেনার দায়ে আত্মঘাতী হয়েছেন। কিন্তু সরকারি খাতায় একজনও চাষি আত্মঘাতী হয়নি। ফলে দায়ও নেই সরকারের।

দায় নিতে হবে আত্মঘাতী কৃষক পরিবারগুলিকে। দায় নিতে হবে ভাতাড়ের নবস্থা গ্রামের সনাতন ধাড়ার (৪৯) আত্মঘাতী পরিবারকে। সনাতন

*—এরপর চারের পাতায়*

## সি পি আই(এম) নেতা সুশান্ত ব্যানার্জী গ্রেপ্তার প্রতিবাদে দুর্গাপুরে মিছিল

**নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ৩১ মে :** সাজানো মামলায় গতকাল রাতে সি পি আই(এম) নেতা সুশান্ত ব্যানার্জীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। উল্লেখ্য যে ১৭ মে ইস্পাতনগরীর বঙ্কিমচন্দ্র এভিন্যুতে নেপালের ভূমিকম্পপীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে যখন বামপন্থী কর্মীরা ত্রাণ সংগ্রহ করছিলেন সেইসময় অতর্কিত হামলা চালায় তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় ১৫ জন আহত হন। দুষ্কৃতীরা সংগৃহীত অর্থ লুট করে নেয়। এর প্রতিবাদে ১৯ মে প্রতিবাদসভা ও ত্রাণসংগ্রহের সময় পুনরায় আক্রমণ চালায় তৃণমূলিরা। সেই আক্রমণে ৪০ জন আহত হন। আহত হয় সি পি আই(এম) নেতা সুশান্ত ব্যানার্জীও। তিনিও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাঁকে গভীর রাতে গ্রেপ্তার করে। আজ কোর্টে তোলা হলে তিনি জামিনে মুক্তি

*—এরপর চারের পাতায়*

# নতুন চিঠি

১ জুন, ২০১৫


## সারদা তদন্ত নিয়ে সি বি আই-এর লুকোচুরি খেলা

সারদা তথা তৃণমূল কংগ্রেসের অর্থভাণ্ডার নিয়ে সি বি আই তদন্ত যে কখন সক্রিয় হবে এবং কখন ঝিমিয়ে পড়বে, তা বোঝা মুশকিল। আসলে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির সঙ্গে রাজ্যের তৃণমূল দলের রাজনৈতিক সমীকরণের উপর যে সি বি আই তদন্ত কতটা নির্ভরশীল, তা একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল-সম্পর্কিত সি বি আই তদন্তের নামা-ওঠা। রাজ্যসভায় তৃণমূল সমর্থনের তাগিদ যেমন কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করছে সি বি আই তদন্তকে আটকে দিতে তেমনি তৃণমূলকে ব্ল্যাকমেইল করার স্বার্থেও কখনো বা তদন্তকে একটু সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে। এই তদন্তকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং তৃণমূলনেত্রীও এতদিনে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন কথায় কথায় সি বি আই তদন্ত চেয়ে তিনি ভুল করেছিলেন। কাজেই সি বি আই তদন্ত চালাবার আর কোনো অর্থই নেই। কখন তিনি এই স্বীকারোক্তি করছেন? যখন তৃণমূল দলের সন্দেহজনক ২১টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের যাবতীয় লেনদেনের তথ্য দেখে সকলের চোখ কপালে উঠে গেছে। ২০১০ থেকে ২০১৪ এই চার বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা গেছে শুধুমাত্র ত্রিনেত্রর মতো ভুয়ো সংস্থার কোটি কোটি টাকাই যে তৃণমূলের অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে ঢুকেছিল তা-ই নয়, আরও কয়েকটি ভুয়ো সংস্থার টাকা ঘুরপথে সারদা হয়ে তৃণমূলের তহবিলে এসে ঢোকে। বিভিন্ন নির্বাচনের সময় অনুদানের নামেও কোটি কোটি টাকা জমা পড়ে। ত্রিনেত্র নামক সংস্থাটি যে একেবারে ভুয়ো এবং কালো টাকাকে সাদা করার একটি ভুয়ো মাধ্যম, সি বি আই ছাড়াও ইডি-র তদন্তে তা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ২০১০-১৪ সময়কালে এই অ্যাকাউন্ট চালাতেন মুকুল রায়—এমন তথ্যই নাকি তৃণমূল দিয়েছে সি বি আই-কে। তাহলে আবার কি মুকুল রায় আড়াল থেকে সামনে চলে আসছেন?

সি বি আই-এর এই তথ্য উদ্‌ঘাটন প্রক্রিয়া কি তৃণমূলকে ভয় দেখিয়ে তাবে রাখার লক্ষ্যে চলতে থাকবে, না রাজনৈতিক নব-সমীকরণে আবার কিছুদিনের মধ্যেই ঝিমিয়ে পড়বে—সেটাই এখন দেখার। রাজনৈতিক স্বার্থের কাছে ন্যায়বিচার পদে পদে কীভাবে পরাস্ত হতে পারে, সারদা তদন্ত তারই একটি কলঙ্কজনক উদাহরণ হয়ে উঠছে কিনা, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন সেটাই।

*রানিগঞ্জে হারাধন রায়ের স্মৃতিফলক ভেঙে দিল তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা*

## এক ডজন প্রশ্ন

১. কবে ভারত থেকে আফগানিস্তান আলাদা হয়?
২. কবে হরেকৃষ্ণ কোঙার সহ ৫৮ জন বিপ্লবীকে 'সি' শ্রেণির বন্দী হিসাবে আন্দামান নিয়ে যাওয়া হয়? কবে হরেকৃষ্ণ কোঙার আন্দামান থেকে মুক্তি পান?
৩. প্রথম ভারতীয় এম ডি এবং এফ আর সি এস ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র কবে কোথায় জন্মান? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
৪. কবে প্যারী কমিউনের পতন ঘটে?
৫. ভার্সাইয়ের চুক্তির মধ্য দিয়ে কবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে?
৬. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম পার্টি কংগ্রেস কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? কে সাধারণ সম্পাদক হন? কত জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল?
৭. হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির নাম কার নামানুসারে এভারেস্ট হয়? প্রথম এই শৃঙ্গ কারা জয় করেন? কবে?
৮. ফ্রান্সের বীরাঙ্গনা জোয়ান অব আর্ককে কবে নির্মম ভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল?
৯. কলকাতায় কবে প্রথম সাধারণ মানুষের বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছিল?
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন?
১১. ভারতের শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ কবে গঠিত হয়? কে সাধারণ সম্পাদক হন?
১২. বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দিনেশের স্মৃতিতে কলকাতায় কবে শহিদবেদি তৈরি হয়?

**(উত্তর শেষের পাতায়)**

# নজরুল কি যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাচ্ছেন?

শিবানন্দ পাল

কবি নজরুল, বিদ্রোহী কবি নজরুল! ১৮৯৯ থেকে ১৯৭৬ —সাতাত্তর বছরের দীর্ঘ এক জীবন, কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির কাল মাত্র বাইশ বছরের। শেখ গোদা-র দলে গান বাঁধা, গান গাওয়ায় দক্ষ দুখুমিঞা বোধহয় একদিন হারিয়ে যেতেন রাঢ় বাংলার রুক্ষ প্রান্তসীমায়, যদি না তিনি ক্লাস টেন-এর প্রি-টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হতেন ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে। সাধারণ সৈনিক থেকে কোয়ার্টার মাস্টার-হাবিলদার নজরুল সেনাবাস থেকে তাঁর লেখা গদ্য এবং পদ্য পাঠাতে শুরু করলেন কলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলোতে।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়, নজরুল ফিরে আসেন কলকাতায়। তাঁর যুদ্ধে যাওয়া হল না। মুজফফর আহমদ-এর সঙ্গে পরিচয় হল। শুরু হয়ে গেল একটা নতুন জীবন। লেখালেখি, পত্রিকা সম্পাদনা ইত্যাদি। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে, রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশের দেওয়া খেতাব 'নাইটহুড' ফিরিয়ে দিয়েছেন। নজরুলের প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হল। রাজরোষে তিনি বন্দী হলেন। গ্রন্থটির একের পর এক সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং সাথে সাথে নিঃশেষিত হয়। 'বিদ্রোহী' কবিতা তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' নামে পরিচিত করল। কারান্তরালে রাজবন্দীদের মর্যাদার দাবিতে তিনি তখন শুরু করেছেন অনশন। অসুস্থ এবং উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে তাঁকে তারবার্তা প্রেরণ করে বলতে চাইলেন, রাজনীতি তোমার কর্ম নয়, তুমি অনশন ত্যাগ করো! বাঙলা সাহিত্যে তোমার এখনো অনেক কাজ বাকি আছে!

নজরুল লিখতে শুরু করলেন। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করে এমন লেখা লিখলেন যে বঙ্গের দুই সম্প্রদায়ের তরুণ দল তাঁকে সেতুবন্ধনের কবি হিসেবে গণ্য করতে শুরু করলেন।

কিন্তু ছিদ্রান্বেষী বাঙালি তাঁকে এত সহজে ছেড়ে দেবে? বিদ্রোহী কবিতার হাস্যকর প্যারোডি রচনা করা হল। নজরুলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'দোলনচাঁপা'-র সমালোচনায় সাম্যবাদী পত্রিকাতে লেখা হল, 'নজরুল ইসলামের যা বিশেষত্ব ইসলামি তেজ, তা এগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না।' নজরুল ইসলামের কবিতায় কেবল ইসলামি তেজ-এর বিচ্ছুরণ ঘটুক এরকমই বোধহয় চেয়েছিলেন তাঁরা। নজরুল কিন্তু এগিয়ে চললেন। তাঁর স্বদেশচেতনার গান এবং কবিতা তখন বাঙালি তরুণদের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশ রঞ্জন দাস তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ আঁকছেন। আর বিদেশী শাসনমুক্ত তুরস্কে খলিফা'র পদ তুলে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করায় নজরুল ইসলাম তরুণ তুর্কি কামাল পাশা'র পিঠ চাপড়ে গান গাইছেন,

'মার দিয়া ভাই মার দিয়া!
দুশমন সব হার গিয়া!!
কিল্লা ফতে হো গিয়া!'

জন্মসালের হিসেবে কবি জীবনানন্দ দাস (১৮৯৯-১৯৫৪) তাঁর সমসাময়িক হলেও তিনি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন ১৯৩৬-এ। ১৯৪২-এ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ। তিনি লিখেছেন, চল্লিশের দশকে নজরুল ছিলেন অপরিসীম জনপ্রিয় কবি-সঙ্গীতকার। কিন্তু বাংলা সাহিত্যপাঠকের দুর্ভাগ্য নজরুল এই সময়ই অসুস্থ এবং বাকরুদ্ধ হলেন। তাঁর কাব্যপ্রতিভা অস্তাচলে গেল। স্বল্প পরিসরে ইতিমধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন নানা ধরণের সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ষাট বছরের সৃষ্টিকালে যতগুলি সঙ্গীত রচনা করেছেন, সংখ্যার বিচারে নজরুলের কলমে রচিত হয়েছে তার প্রায় দেড়গুণ! এ বিষয়ে যাঁরা গবেষণা করে চলেছেন, তাঁদের অনুমান কবি অন্যূন তিন হাজার গান রচনা করেছেন।

অথচ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অর্ধ শতকেরও বেশি কালপরিক্রমায় মনে হয় এই বাংলার সংস্কৃতি কেবলই রবীন্দ্রসঙ্গীতময়। এক্ষেত্রে নজরুল শুধু যেন অধুনা বাংলাদেশেরই সঙ্গীতকার বা কবি। আজও এ বঙ্গে ২৫ বৈশাখ এবং ২২ শ্রাবণের মাঝখানে স্যান্ডউইচের ন্যায় পিষ্ট হতে দেখি ১১ জ্যৈষ্ঠকে। তাঁর প্রেমের গানে সুতীব্র আবেগ, পদ্মার ঢেউয়ের দোলা, হাসনুহানার মদির গন্ধ উন্মনা করে মনকে; তবু আমরা সে গান ব্যবহার করিনা প্রাত্যহিক জীবনে। অহরহ আমরা ভেসে যেতে ভালবাসি 'বিরহের বীণাপাণি', অথবা 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' সুরের অনুরণনে। আমরা ভুলে যাই এক সময় কল-কারখানার গেটে, বিদ্রোহের রোষানলে, প্রিয়জনের আনন্দ-বিধুর অনুষ্ঠানে অথবা প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় বিহ্বল জন-সমাবেশে অপরিহার্য ছিল নজরুলের গান। তাঁর সময়ের তাঁর গানের প্রধান শিল্পীদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন ঢাকা-য় চলে গেলেও অধিকাংশই কলকাতায় ছিলেন এবং দেশ ভাগের পরেও বেতার প্রযুক্তির কল্যাণে দুই বাংলার মানুষের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে যেত তাঁর গান। তাঁর গানে যাঁরা সুর দিয়েছিলেন কবির অনুমোদিত সেই সব সুরকারেরা নিতাই ঘটক, চিত্ত রায়, গিরিন চক্রবর্তী, ধীরেন দাস, কে মল্লিক, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, দুর্গা সেন, সুরেশ চক্রবর্তী, জগন্ময় মিত্র, বিজনবালা ঘোষ, তুলসী লাহিড়ী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞান দত্ত, মৃণালকান্তি ঘোষ, রাইচাঁদ বড়াল, হিমাংশু দত্ত, অনিল বাগচী, গোপেন মল্লিক, সত্য চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখ প্রায় সকলেই এই বঙ্গে থেকে গিয়েছেন এবং তাঁর গানের চর্চা ও প্রসারের কাজ করে গিয়েছেন।

নজরুল তাঁর স্বদেশী গানে স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই ধারা— গান্ধিজীর অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলনের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। এমনকি কুমিল্লার জনসভায় নিজে উপস্থিত হয়ে গেয়েছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের গান। তবু নজরুল কেন আজ ব্রাত্য?

সমসাময়িক ইতিহাস বলছে, হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে গান রচনা করেছেন বলে স্বধর্মীরা তাঁকে 'কাফের' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। আবার ঠুংরি গজল আশ্রিত গান রচনার জন্য 'বিধর্মী' তথাকথিত সুধী সমাজ তাঁকে উপহাস করেছেন নিচুতলার লোক বলে। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁকে অবজ্ঞা, অবহেলা ও অপমৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবার ক্রমাগত চেষ্টার বিরাম ছিল না। ভাবতে অবাক লাগে এই তালিকায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মানুষ সুকুমার সেন মহাশয়ও আছেন। 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' চতুর্থ সংস্করণ (১৯৭৬) গ্রন্থটিতে নজরুল সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি চার পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় সেখানে তাঁর ভাষা কোথাও কোথাও শালীনতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। ভাবতে কষ্ট হয়, তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। আর ১৯৭৬? এই বছরই কবির দৈহিক মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের বলতেই হয়, ১৯৪২ থেকে ১৯৭৬ —সৃষ্টির ক্ষেত্রে নজরুল দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর প্রায় নীরব!

চৌত্রিশ বছর এমনই এক সময়কাল যে একজন তাৎক্ষণিক কবি বা সাহিত্যিককে বিস্মৃত হবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময়। কিন্তু না, নজরুলকে সকলে ভুলে যাননি। অনেকে বলেন রবীন্দ্রনাথের গান যত সহজভাবে গাওয়া যায়, নজরুলের গান তত সহজভাবে গাওয়া সম্ভব নয়। তাঁর গান গাইতে গেলে তালিম লাগে, রেওয়াজ করতে হয়। হরকত-তান-সরগম ইত্যাদিতে বোঝাই কঠিন এক ব্যাপার। অথচ শুনেছি, নজরুল অহেতুক কণ্ঠের কসরত দেখানো পছন্দ করতেন না। উদাত্ত গলায় কোন রকম বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই তিনি নিজে বহু অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর সাথেই কণ্ঠ মিলিয়েছেন, এমন অভিজ্ঞতাও অনেকের মুখে শোনা গেছে।

কত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই না করেছেন নজরুল তাঁর সঙ্গীতে। আধুনিক, দেশাত্মবোধক, ইসলামি, ভক্তিগীতি, রাগপ্রধান, মাটির গান, হাসির গান, বাউল, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর এবং বাংলার কীর্তন ইত্যাদি। এছাড়া শেষের দিকে তিনি কিছু হিন্দিগানও রচনা করেছিলেন। আবদুল আজীজ আল্ - আমান-এর কথায়—"রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ছাড়া বাংলা সাহিত্যে আরো অনেক কবি আছেন যাঁরা আমাদের গর্বের, কিন্তু তাঁদের অনেকেই সুরকার নন। কবি হলেই সুরকার হওয়া যায় না—সুরকারকে একাধারে কবি হতে হবে এবং গানের ছন্দ ও সুর ভালভাবে আয়ত্ত করতে হবে। সুরকার হবেন কবি এবং সুররসিক। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের মধ্যে আমরা এই গুণাবলীর আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করেছি। ..... কবিতায় পাই অর্ধেক নজরুলকে, সঙ্গীতে পাই অন্য অর্ধেক—উভয়ের সম্মিলনে পরিপূর্ণ নজরুল।"

নজরুলের বহু গান এখনও অচর্চিত, অননুশীলিত আমাদের এই পশ্চিমবাংলায়। সাহিত্যজীবনের একেবারে শেষ দিকে ধূমকেতু-র মতো জ্বলে দিলীপ রায়ের অনুরোধে বাংলায় গজল লেখায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন নজরুল। ১৯৩০-এ নিজেকে সম্পূর্ণ স্থিত করেছিলেন সঙ্গীতের জগতে।

১৯৪২-এর ৯ জুলাই আকাশবাণীর এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে অসুস্থ ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। তার কিছুদিন আগেই লিখেছেন, 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গানটি। কালজয়ী সেই গান পরবর্তী জন্মজয়ন্তীগুলিতে তাঁকে ফুল-মালা-চন্দনে সিক্ত করে তাঁর উদ্দেশ্যেই গাওয়া হয়েছে ৩৪টি বছর। তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টির কাল মাত্র এগারো বছরের। এত অল্প সময়ের মধ্যে গীতিরচনা, সুরসংযোজনা এবং নবরাগ সৃষ্টিতে তিনি যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বাংলা সঙ্গীত জগতের ইতিহাসে তার কোনো দ্বিতীয় নজির নেই। রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছিলেন নজরুলকে। তাঁকে 'কবি' সম্ভাষণে আদৃত করেছিলেন। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি। বঙ্গ ভাণ্ডারে বিবিধ রত্নের ন্যায় যিনি দিয়ে গিয়েছেন 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' -এর মতো গান, সেই কবিকে বোধহয় আমরা কেমন যেন এক পাশে সরিয়ে রেখে দিয়েছি।

# বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

## আন্তর্জাতিক মৃত্তিকাবর্ষ

# জৈব খামার প্রযুক্তি

চন্দ্রমা দত্ত

পৃথিবীর উত্তপ্ত, গলিত পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা। আবার আগ্নেয় শিলা ও রূপান্তরিত শিলা কালক্রমে চূর্ণীভূত হয়ে জমাটবদ্ধ হয়ে সৃষ্টি হয়েছে পাললিক শিলা। এই তিন ধরনের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে সূক্ষ্ম শিথিল আস্তরণ, মিশেছে জল ও জৈব পদার্থ, তৈরি হয়েছে মাটি। ২-২.৫ সেমি মাটি তৈরি হতে সময় লাগে কয়েকশো বছর। মাটির ওপর নির্ভর করে আছে প্রাণীকুল। তাই মাটির স্বাস্থ্যহানি ঘটলে তার প্রভাব পড়ে তার জীবকুলের ওপর।

ভারতের প্রাচীন কৃষিপদ্ধতিতে উৎপাদন কম ছিল কিন্তু মাটির কোনো স্বাস্থ্যহানি ঘটেনি। ভারতীয় কৃষকরা গবাদি পশুর মলমূত্র, হাড়গুঁড়ো, ছাই, কচুরিপানা ইত্যাদিকে সার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ফলে প্রচুর জৈব পদার্থ থাকত মাটিতে আর তাতে বসবাসকারী জীবানুকুল, ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাকরা সরবরাহ করেছে নাইট্রোজেন, পটাশ, গন্ধক ইত্যাদি। তাঁরা ব্যবহার করেছেন গোমূত্র, লতাপাতা পচান সার, রসুনের রস, লঙ্কার রস, গোবর জল ইত্যাদিকে কীটনাশক হিসাবে। তাই মাটির উর্বরতা হ্রাস পায়নি।

মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা হ্রাস পেয়েছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় কৃষিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশক, সঙ্কর জাতের বীজ ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে। প্রথমদিকে দ্রুত উৎপাদন বেড়েছে, খাদ্যাভাব মিটেছে, কিন্তু মাটির উর্বরতা সাধনকারী জীবকুল ধ্বংস হয়েছে অনেকাংশে, কমেছে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতাশক্তি। রাসায়নিক সার, কীটনাশক মানুষের শরীরে টেনে এনেছে নানা রোগ। এইসব সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জৈব খামার প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন কৃষিবিজ্ঞানীরা।

জৈব খামার প্রযুক্তি কী? জৈব খামার প্রযুক্তি হল সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিনির্ভর এক কৃষিপদ্ধতি। কোনো রাসায়নিক উপাদান ছাড়া প্রকৃতির কার্যকারণের নিয়ম অনুযায়ী সঠিকভাবে কৃষিকাজকেই বলা হয় জৈব খামার প্রযুক্তি। অন্যভাবে বলা যায় জৈব খামার ব্যবস্থা হল সুস্থায়ী কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি যা পুরোপুরি প্রকৃতির ওপর নির্ভর।

জৈব খামার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যগুলি হল—১। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ২। মাটির দীর্ঘকালীন উর্বরতা রক্ষা করা, ৩। কৃষিক্ষেত্রের দূষণ বন্ধ করা, ৪। উচ্চ পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য যথেষ্ট যোগান দেওয়া, ৫। জীবাশ্ম শক্তির ব্যবহার কমানো, ৬। গৃহপালিত পশু সম্পদের বৃদ্ধি, ৭। কৃষিজীবী পরিবারের জীবিকাকে সুরক্ষিত করা, ৮। গ্রামীণ পরিবেশ বজায় রাখা।

জৈব খামার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কিছু উপাদানের সঠিক ব্যবহার প্রয়োজন। সেই উপাদানগুলি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান, পরিমাপ, নির্বাচন ইত্যাদি কৌশল প্রয়োজন।

**উপাদানগুলি হল—** ১। শিম্বগোত্রীয় ফসলের চাষ—কিছু শুঁটি জাতীয় ফসল আছে যেমন ধঞ্চে, বনমেথি যাদের শিকড়ে কিছু জীবাণু (রাইজোবিয়াম) শুটি তৈরি করে বাসা বাঁধে। এরা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে সাহায্য করে গাছকে। বাড়তে নাইট্রোজেন মাটির উর্বরতা বাড়ায়। রাইজোবিয়াম জমিতে একর প্রতি ২০-৩০ কেজি নাইট্রোজেন সরবরাহ করে।

২। ফসল চক্র—একই ফসলের চাষ বারবার না করে মিশ্র ফসল, সাথী ফসল লাগালে মাটির উর্বরতা বাড়ে ও রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩। জৈব পদার্থ— জৈব পদার্থ মাটিতে যথেষ্ট থাকলে মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে, বাতাস চলাচল বাড়ে, জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও পুষ্টির যোগান বাড়ে। গ্রামীণ ও শহুরে বর্জ্য থেকে তৈরি কম্পোস্ট সার, কেঁচো সার ইত্যাদির ব্যবহার এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

৪। গ্রামীণ সার—গৃহপালিত পশুপাখির বিষ্ঠা, মূত্র, মাছ মাংসের দোকানের বর্জ্য, হাড় গুঁড়ো, শিংগুড়ো ইত্যাদি ভাল সার হিসাবে কাজ করে।

৫। সবুজ সার— দ্রুত বেড়ে ওঠে এমন ধরনের গাছ—যেমন ধঞ্চে, শন, কলাই, আলফাফালফা ইত্যাদি ফসল লাগানোর আগে লাগিয়ে বেড়ে-ওঠা গাছগুলির মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে অনেক বেশি উর্বরতা বাড়ে।

৬। জীবাণু সার— মাটির বৈরতা সাধনকারী বেশ কিছু জীবাণু যেমন রাইজোবিয়াম, এ্যাজোটোব্যাক্টর, সায়ানোব্যাক্টেরিয়া, এ্যাসিটোব্যাক্টর ইত্যাদির বৃদ্ধি ঘটান দরকার জমিতে। এ্যাজোলায় বসবাসকারী জীবাণু হেক্টর প্রতি ৪০-৮০ কেজি নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে।

জৈব কীটনাশক— রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কিছু গাছের পাতা, ফল, বীজের নির্যাস উল্লেখযোগ্য যেমন—নিশিন্দা, নিম, করঞ্চা, মহুয়া, আতা ইত্যাদি। পোকার আক্রমণ রুখতে কিছু বন্ধু পোকার ব্যবহারও প্রয়োজন। জীবানুঘটিত কীটনাশকের মধ্যে ব্যাসিলাস থুরিনজেনোসিস, ব্যালিলাস সেরিয়াস ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ছত্রাকজাতীয় কীটনাশকের মধ্যে হিরসুটেল্লা, বিভেরিয়া ইত্যাদির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আগাছা দমনে ফাইটোপথেরা, পামিভোরা, অল্টার নেরিয়া ক্যাসি প্রভৃতি ছত্রাক উল্লেখযোগ্য। কৃষির সংক্রমণ রোধে ও পোকার আক্রমণ প্রতিহত করতে বেশ কিছু ছত্রাক ও ভাইরাসের ব্যবহার হচ্ছে।

জৈবখামার প্রযুক্তির উপরোক্ত উপাদানগুলি কৃষিক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য কৃষকদের নিয়ে আলোচনাচক্র, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন জীবাণু, জীবানুসার, কেঁচোসার ইত্যাদির বাণিজ্যিক উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকদের কাছে সেগুলি সরবরাহ করা, প্রচার চালানো দরকার। কারণ অনেকেই হয়ত রাসায়নিক-নির্ভর কৃষিকে এখনও গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু রাসায়নিক-নির্ভর কৃষির কুপ্রভাব সরানোর জন্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুস্থিত উন্নয়নশীল পরিবেশ তৈরির কথা ভেবে কৃষকদের জৈব খামার প্রযুক্তিকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এটাই আমাদের শপথ হোক ২০১৫-র আন্তর্জাতিক মৃত্তিকাবর্ষে।

# মদ্যপানের হালচাল

অশ্বিনীকুমার

আমাদের দেশের দক্ষিণপ্রান্তে ক্ষুদ্র রাজ্য কেরল। ভ্রমণবিলাসীদের স্বর্গরাজ্য হিসাবে পরিগণিত এই ক্ষুদ্র রাজ্য, তার অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য। কেরলে সারি-সারি নারকেল গাছ, নানা ধরনের ছোটবড় নদী, সমুদ্রের খাঁড়ি লক্ষ লক্ষ পর্যটককে আকর্ষণ করে প্রতিবছর এই রাজ্যে।

এই রাজ্য এখন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অন্য একটি কারণে। এই রাজ্যের সরকার পাঁচতারা হোটেল ছাড়া সবধরনের মদের দোকানের লাইসেন্সের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ২০১৪ সালের ২২ আগস্ট এই মর্মে সরকারি নির্দেশ পৌঁছেছে সারা রাজ্যে।

মদের ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। প্রচুর লাভের এই ব্যবসা যদি তুলে দিয়ে হয়, বহু মানুষের রুটি-রুজি বন্ধ হয়ে যাবে। এই ব্যবসার আইনি-বেআইনি লাভের কড়ি অন্য ব্যবসায় খাটে দেশের সর্বত্র। সুতরাং মদের লবি নেমে পড়লো। শুধু কেরল নয়, আমাদের দেশের সব রাজ্যে মদের ব্যবসায়ীরা সরকারি কর্তাব্যক্তিদের অনেকেরই কাছের লোক, ফলে এই সরকারি নির্দেশ কার্যকরী হওয়া কঠিন।

আমাদের দেশে মাথাপিছু মদ্যপানের হিসাবে কেরালা সবার উপরে। আবার আশ্চর্যের বিষয় হল, শিক্ষার মানেও সারা ভারতে কেরল সবার উপরে। এই রাজ্যে সরকারকে প্রায় ছয় মাস আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে জিতে আসতে হয়েছে আইন বলবতের জন্য। ফলে রাজ্যের সাতশো তিরিশটি মদের দোকান বন্ধ হয়েছে।

কেরলের মতো ছোট একটি রাজ্য ২০১৩-১৪ সালে রাজ্যবাসী প্রায় ছাব্বিশ হাজার দুশো আঠারো কোটি টাকা খরচ করেছে মদ কেনার জন্য। সরকার এর থেকে পেয়েছে রাজস্ব হিসাবে প্রায় সাত হাজার পাঁচশো এগারো কোটি টাকা।

মদ ব্যবসায়ীরা সরকারকে ঘুষ দেওয়ার কথা খোলাখুলি বলছে। সরকারি সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে এই ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। এর পাশাপাশি তারা সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে।

মদ খেয়ে বেশ কিছু মৃত্যুর ঘটার পর সরকারকে এরকম এক কঠোর সিদ্ধান্তের দিকে যেতে হয়েছে জনমতের কথা ভেবে। প্রায় গত তিরিশ বছর ধরে কেরলে মদ্যপানের মাত্রা ঊর্দ্ধমুখী। তবে শুধু কেরল নয়, সারা দেশেই এই বিষয়টি বিশেষ আর্থ-সামাজিক সমস্যার জন্ম দিচ্ছে ঘরে ঘরে। নানা ধরনের সামাজিক আন্দোলনও দানা বাঁধছে দেশের সর্বত্র মদ্যপানের বিরুদ্ধে।

মদ ব্যবসার সঙ্গে সরকারের আয়ের সম্পর্ক নিবিড়। ফলে এই ব্যবসা সরকারি উদ্যোগে পুরোপুরি বন্ধ হওয়া কঠিন। সরকারি কোষাগার ভর্তির কথা বাদ দিলেও সাধারণভাবে আইনের রক্ষাকর্তারা নানাভাবে মদ ব্যবসায়ীদের থেকে নানা ধরনের সুবিধা আদায় করে থাকেন। তার মধ্যে নির্বাচনী তহবিলে এইসব ব্যবসায়ীদের অনুদান উল্লেখযোগ্য। ফলে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিরা অনেক সময় নানাভাবে মদ ব্যবসায়ীর স্বার্থ পরোক্ষভাবে রক্ষা করেন।

২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে শুধুমাত্র মদ ব্যবসা থেকে সরকারের কোষাগারে যে পরিমাণ টাকা জমা পড়েছে রাজস্ব হিসাবে তা বিস্মিত করবে যে কোনো সাধারণ মানুষকে। যেমন, তামিলনাড়ু সরকার এই তিন বছরে রাজস্ব পেয়েছে প্রায় আটত্রিশ হাজার কোটি টাকা। গুজরাট সরকার পেয়েছে প্রায় ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা। উত্তর প্রদেশ সরকার পেয়েছে প্রায় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব। পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে প্রায় একুশ হাজার কোটি টাকার মতো রাজস্ব। সারা দেশে এই সময়ে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় চার লক্ষ ষাট হাজার কোটি টাকার মতো রাজস্ব। সুতরাং সরকার আইনের পথে কতটা দৃঢ় থাকবে তা ভাববার বিষয়।

সরকারি আইনি ব্যবস্থার নানা প্যাঁচ-পয়জারে মদ খাওয়া কতটা বন্ধ হবে তা নেহাতই এক অনিশ্চিত ব্যাপার। কিন্তু এরই মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁরা আইনের ধারার চেয়ে মানবিক অনুভূতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এরকম একজন মানুষ শান্তি রঙ্গনাথন। ওনার ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে ওঠা টি টি রঙ্গনাথন ক্লিনিকাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন মদ ও নানা ধরনের নেশার বস্তু থেকে মুক্তি পাওয়ার এক উজ্জ্বল ঠিকানা। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে শান্তি রঙ্গনাথন একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তোলেন তাঁর স্বপ্নের এক প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠান বহু নেশায় বিপর্যস্ত মানুষকে সুস্থ জীবনে ফিরে আসার পথ দেখাবে। মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ওনার স্বামীর মৃত্যুর পর উনি ঠিক করেন, নেশার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবেন নিজের সামান্য সম্বল নিয়ে। সেই সময়ে নেশার হাত থেকে বাঁচানোর কোনো ব্যবস্থা সেভাবে সারা দেশের কোথাও গড়ে ওঠেনি। অথচ অদম্য সাহসে ও পরিবারের অন্য সকলের সহায়তায় উনি গড়ে তোলেন ওনার প্রতিষ্ঠান। যে বিষয়টি ওনাকে সবচেয়ে পীড়া দিত তা হল মদ্যপায়ীদের প্রতি মানুষের ঘৃণার অভিব্যক্তি। সকলেই মদ্যপায়ীদের খারাপ লোক বলে গণ্য করে। উনি বলেন, খারাপ নয়, এরা সকলেই অসহায়। আর সব সাধারণ মানুষের মতোই এরা সকলে সাধারণভাবে ভালো মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। শুধু এক দুর্বলতার শিকার হয়ে এরা অসহায়ভাবে নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করে। হয়তো নিজের স্বামীকে কাছ থেকে দেখে জীবনের এই মানবিক শিক্ষা উনি গ্রহণ করেছেন অভিজ্ঞতা থেকে। অথচ পেশায় উনি চিকিৎসক নন।

শান্তি রঙ্গনাথনের মতে মদ্যপানের শুরুর গড় বয়স উদ্বেগজনক ভাবে কমছে। ষোল-সতেরো বছর বয়সে যারা মদ খাওয়া শুরু করে তাদের অনেকেই দীর্ঘ সময় মদ্যপায়ী থেকে যায়, এদেরকে মদের হাত থেকে বাঁচানোর প্রক্রিয়া জটিল। বাবা-মায়েদের সাহায্য এক্ষেত্রে খুব জরুরি একটি বিষয়। পরিবারে মদ খাওয়ার ইতিহাস থাকলে, সেই পরিবারে ছোটদের মদ খাওয়া ছাড়ানো শক্ত হয়ে পড়ে। চেন্নাইয়ে টিটিকে হাসপাতাল বলে পরিচিত শান্তি রঙ্গনাথনের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটি। প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ, যারা মদ ও অন্যান্য ধরনের নেশায় অভ্যস্ত ছিলেন, তাদের চিকিৎসা হয়েছে এখানে। শতকরা প্রায় কুড়িজন রোগী বিভিন্ন কারণে হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগহীন হয়ে পড়েন।

মদ খাওয়ার প্রতি প্রবণতায় জিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যাদের জিনের গঠন মদপানের প্রবণতার সহায়ক তারা কোনো কারণে মদের সংস্পর্শে এলে, সহজেই আসক্ত হয়ে পড়ে। এদেরকে মদের হাত থেকে বাঁচানো কঠিন। তবে জিনের গঠনগত বৈশিষ্ট্যকে সামনে রেখে মদ খাওয়ার আর্থ-সামাজিক দিককে খাটো করে দেখা বিরাট ভুল। জিনের সমস্ত গুণাবলী সহায়ক পরিবেশেই বিকশিত হয়। কঠিন আনন্দহীন একঘেয়ে জীবন, রোজগারের অনিশ্চয়তা, পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক অবহেলা, অবিচার, অর্থনৈতিক সংকট, এ সবই মদ খাওয়ার প্রবণতা বাড়াতে সাহায্য করে।

হাসপাতালের মাধ্যমে শান্তি রঙ্গনাথনের প্রয়াস প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও মনে রাখা প্রয়োজন, যে বঞ্চনাময় সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এই প্রবণতাকে বাড়ায়, তার মূল চিকিৎসা—সামাজিক অন্যায় অবিচারের অবসান। হাসপাতালের চৌহদ্দির বাইরে যে বিরাট সমাজ পড়ে রয়েছে, তার দিকে নিজর দিতে গেলে, যুক্তির পথ আপনাকে নিয়ে যাবে নানা উন্নয়নমুখী গণ-আন্দোলন, গণ-জাগরণের দিকে। তখন হতাশার নিরোধক ট্যাবলেট প্রতিস্থাপিত হবে সচেতন উন্নয়নমুখী আন্দোলনের দ্বারা। বিজ্ঞ সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালকেরা চিকিৎসার এই অপ্রচলিত ধারায় সহমত পোষণ করবেন কি? রাজনীতি, রাজনীতি বলে চেঁচিয়ে তথাকথিত সমাজপতিরা আসল চিকিৎসাটাই হয়তো পণ্ড করতে চাইবেন। এ লড়াইয়ে সফল কে হবে তা বলবে ভবিষ্যৎ।

# মোদি সরকারের ১ বছর : জেলা জুড়ে বিক্ষোভ-প্রতিবাদ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ মে :** পেরিয়ে গেল কেন্দ্রের মোদি সরকারের ১ বছর। 'আচ্ছে দিন'-এর অলীক স্বপ্নের বিভোরতা কেটে, 'বুরা দিনে'র রুক্ষ জমিতে কর্পোরেট দুনিয়ার সেবক এবং হিংস্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতা শক্তির পৃষ্ঠপোষক মোদি সরকারের জন-বিরোধী স্বরূপ ফুটে উঠছে। ভূমি-বিল, শ্রম-সংস্কার বিলের মতো মারাত্মক পদক্ষেপ কৃষক-শ্রমিকের জীবন-জীবিকায় অশনিসংকেত বয়ে এনেছে। কেন্দ্রে জন-বিরোধী মোদি সরকারের ১ বছর পূর্তির দিনটিকে প্রতিবাদ দিবস হিসাবে দিনটি পালন করা হয়—সি আই টি ইউর-এর পক্ষে জেলা জুড়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান শহরের কার্জনগেটে, দুর্গাপুরে হর্ষবর্ধন রোডের আপনজন মাঠে, আসানসোল, রানিগঞ্জ সর্বত্রই বিক্ষোভ - প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সর্বত্রই নরেন্দ্র মোদির কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

# প্রত্যহ ৬-৭ ঘন্টা লোডশেডিং রানিগঞ্জে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ৩০ মে :** বর্ধমান জেলায় গুরুত্বপূর্ণ শহর রানিগঞ্জ। পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড ছাড়া পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলা থেকেও মানুষ আসেন নিত্য প্রয়োজনে। কিন্তু দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ বেহাল হওয়ায় তার প্রভাব পড়ছে ব্যবসা-বাণিজ্য ও জনজীবনে। প্রতিদিন প্রায় ৬ থেকে ৭ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকছে না। গত ১১ মে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব গোপালকৃষ্ণকে রানিগঞ্জ বিদ্যুৎ চিত্রের হালহকিকত জানিয়ে অবিলম্বে আশু সুরাহা চেয়েছেন আসানসোলের প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরী। হাল ফেরেনি। অথচ ৪ বছর আগে এই অবস্থা ছিল না। গত কাল সি পি আই(এম) রানিগঞ্জ জোনাল কমিটির উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সি পি আই(এম) নেতা রুনু দত্ত জানিয়েছেন অবিলম্বে বিদ্যুৎ সুরাহার ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে রানিগঞ্জের মানুষ।

# প্রতিবাদে দুর্গাপুরে মিছিল

—প্রথম পাতার পর

পান। এই ঘটনায় দুর্গাপুরের তীব্র ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। প্রতিবাদে আজ আশীষ মার্কেট থেকে চণ্ডীদাস মার্কেট এক বিশাল মিছিল পথ পরিক্রমা করে।

## নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি শিফালী বিবি, স্বামী - মোতি সেখ, গ্রাম - কাঁচরা, থানা - কেতুগ্রাম, জেলা - বর্ধমান। কাটোয়া এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ১৬ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম শিফালী বিবি যা আমার পুত্র আতিকুর সেখ-এর জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত শেফালী বিবি ও আমার স্বামীর নাম মোতি সেখ-এর পরিবর্তে সেখ মোতিয়ার রহমান নথিভুক্ত হয়েছে এবং আমার পুত্রের নাম আতিকুর সেখ-এর পরিবর্তে আতিয়ার রহমান নথিভুক্ত হয়েছে। এই এফিডেবিট বলে আমি শিফালী বিবি, আমার স্বামী মোতি সেখ এবং আমার পুত্র আতিকুর সেখ নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

## ১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৭৩৯ সালের ২৬ মে; ২। ১৯৩৩ সালের ২৬ মে, ১৯৩৭ সালের ২৯ নভেম্বর; ৩। ১৮৬৭ সালের ২৭ মে, বর্ধমান জেলার রায়না থানার কাইতি গ্রামে, মৃত্যু ৫-১০-১৯৩৪; ৪। ১৮৭১ সালের ২৮ মে; ৫। ১৯১৯ সালের ২৮ মে; ৬। ১৯৪৩ সালের ২৮ মে থেকে ১ জুন, বোম্বাই শহরে, পি সি যোশী, ১৪ জনের; ৭। স্যার জর্জ এভারেস্ট, ইনি ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল ছিলেন, স্যার এডমন্ড হিলারি, তেনজিং নোরগে সহ ১৩ জন অভিযাত্রী, ১৯৫৩ সালের ২৯ মে; ৮। ১৪৩১ সালের ৩০ মে; ৯। ১৮৯০ সালের ৩০ মে; ১০। ১৯১৯ সালের ৩০ মে; ১১। ১৯৭০ সালের ৩০ মে, বি টি রনদিভে; ১২। ৩১ মে ১৯৬৯ সাল।

# মেমারিতে শৈলেন মুখার্জীর স্মরণসভা

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৭ মে :** গতকাল বৈকালে সুলতানপুরে অনুষ্ঠিত হয় প্রয়াত শৈলেন মুখার্জীর স্মরণসভা। সি পি আই(এম) স্থানীয় শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভার প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অরিন্দম কোঙার। সভাপতিত্ব করেন হোসেন আলি। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন প্রশান্ত কুমার। শৈলেন মুখার্জী ১৯৪৭ সালে মেমারি থানার শ্রীধরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বোন তিন ভাই-এর আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ১৯৭২ সালে তিনি সি পি আই(এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন। গত ২১ এপ্রিল এক মোটর বাইক দুর্ঘটনায় তিনি প্রাণ হারান। তাঁর স্ত্রী ও পুত্র বর্তমান। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন অরিন্দম কোঙার, মহারানি কোঙার, সন্ধ্যা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

# আইনজীবীদের অর্থসংগ্রহ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান :** গণতান্ত্রিক আইনজীবী সংঘ বর্ধমান কোর্ট কমিটির উদ্যোগে ২৩ মে নেপালে ভূমিকম্প-দুর্গতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত হয় ২৮১০ টাকা। এই অর্থ দুর্গতদের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

# আই এ এস হতে চায় তাজ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি :** দিনমজুর বাবার পুত্র তাজ মহম্মদ মাধ্যমিকে ৯৪ শতাংশ নম্বার পেয়ে মেমারির মামুনা ন্যাশনাল স্কুল থেকে পাশ করেছে। বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার উস্তপাড়া গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তান তাজ। জি ডি চ্যারিটিব্যল সংস্থার সহয়তায় সে পঞ্চম শ্রেণি থেকে আবাসিক ঐ স্কুলে পড়াশুনা করেছে। তাজ ভবিষ্যতে আই এ এস হতে চায়। স্কুলের খরচ না লাগলেও অন্যান্য খরচ কোথা থেকে আসবে তা নিয়ে আতান্তরে তার পরিবার। কেউ তাদের উচ্চশিক্ষায় সাহায্য করতে চাইলে ৮৯৬৭৩৬৩৬৬৮ নম্বরে দূরভাষে যোগাযোগ করতে পারেন।

# আত্মঘাতী চাষি

—প্রথম পাতার পর

ধারার ছেলে সমীর ধারা জানান, বাবা গতবারের কথা মাথায় রেখে এবারও দু'বিঘা জমি ভাগে চাষ করেন। গ্রামের এক সম্পন্ন চাষির কাছে গতর বন্ধক রেখে টাকা ধার করে চাষ করেছিলেন। শিলাবৃষ্টিতে কিছুটা ক্ষতি করে। যেটুকু ধান পাওয়া যায় তার দাম না পাওয়ার জন্য চাপের মধ্যে পড়েন। মুক্তি পেতে কীটনাশক খেয়ে নেন। বাবা মুক্তি পেলেও আমাদের মুক্তির পথ কী? কে দেবে এর উত্তর?

# স্কুল ভিত্তিক উচ্চ-মাধ্যমিকের ফলাফল

| স্কুলের নাম | সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর পাওয়া ছাত্র/ছাত্রীর নাম |
|---|---|
| বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুল | অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় - ৪৮০ |
| বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস হাই স্কুল | পৃথা বন্দ্যোপাধ্যায় - ৪৬৭ |
| সি এম এস হাইস্কুল (বি সি রেড) | মীরওয়াসীম আলি - ৪৭১ |
| বর্ধমান টাউন স্কুল | জয়জিৎ পাল - ৪৮১ |
| বিদ্যার্থী বয়েজ হাইস্কুল | দুলাল মণ্ডল - ৪২০ |
| বিদ্যার্থী গার্লস হাইস্কুল | অন্বেষা সোহরাব - ৪৭৩ |
| হরিসভা হিন্দু গার্লস হাইস্কুল (খোসবাগান) | পূজা ঘোষ - ৪৪০ |
| হরিসভা হিন্দু গার্লস হাইস্কুল(সুভাষপল্লী) | মসিহা খাতুন - ৪১৩ |
| শিশু নিকেতন | পৌলমী চ্যাটার্জী - ৪৭২ |
| রামকৃষ্ণ সারদাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয় | মৃণালকান্তি ঘোষ - ৪৫৯ |
| রাজ কলেজিয়েট হাইস্কুল | দেবমাল্য পাণ্ডে - ৪৩৫ |
| কাঞ্চননগর ডি এন দাস উচ্চবিদ্যালয় | সুজাতা কর্মকার - ৩৭৭ |
| সি এম এস হাই স্কুল (বাবুরবাগ) | সেখ নজির - ৩৯৬ |
| বনপাশ শিক্ষানিকেতন | গৌতম ঘোষ - ৪৪৬ |
| মেড়াল সতীশচন্দ্র পাবলিক ইনস্টিটিউশন | লাবনী তা - ৪৪৫ |
| সেহারা বাজার সি কে ইনস্টিটিউশন | পারমিতা দে - ৪৭৩ |
| গুসকরা পি পি ইনস্টিটিউশন | শ্রেষ্ঠা বিশ্বাস - ৪৭০ |
| গুসকরা বালিকা বিদ্যালয় | দৃষাণী বসু - ৪৪৫ |
| কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয় | সায়ন বন্দোপাধ্যায় - ৪৫২ |
| কালনা অম্বিকা মহিষীমর্দিনী উচ্চবিদ্যালয় | আকাশ দেবনাথ - ৪৩৯ |
| হাট কালনা গজলক্ষী উচ্চ বিদ্যালয় | সাবানা খাতুন - ৪৬১ |
| ইছাপুর শ্রী গদাধর উচ্চ বিদ্যালয় | আসামাতারা খাতুন - ৪৩৮ |
| মঙ্গলকোট গণপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ফিরোজ মোল্লা - ৩৮০ |
| মানকর উচ্চ বিদ্যালয় | সুদীপা গড়াই - ৪৪০ |
| বুদবুদ চটি হিন্দি হাইস্কুল | প্রিয়া ভকত - ৩৭১ |
| গোপাল পুর গার্লস হাইস্কুল | রাজর্ষি ঘোষাল - ৪৫৩ |
| বুদবুদ গার্লস হাইস্কুল | টুম্পা সাহা - ৩৯৮ |
| কাঁকসা উচ্চ বিদ্যালয় | আবীর মুখোপাধ্যায় - ৪১৭ |
| গোপাল মাঠ হাইস্কুল | মনীষা বড়াল - ৪২১ |
| সগড়ভাঙা হাইস্কুল | ভিক্টর দাস - ৪০৬ |
| দুর্গাপুর প্রজেক্টস গালর্স হাইস্কুল | শ্রবণী রুইদাস - ৪০০ |
| দুর্গাপুর প্রজেক্টস বয়েজ হাইস্কুল | রাজেশ রাউত - ৩৭০ |
| মহারানি অধিরানি গার্লস হাইস্কুল | রুহি খাতুন - ৪০২ |
| শিবকুমার হরিজন বিদ্যালয় | অভিজিৎ মণ্ডল - ৪২৭ |
| ভারতী বালিকা বিদ্যালয় | শিল্পী খাতুন - ৪৪৭ |
| কাঞ্চননগর ডি. এন. দাস হাইস্কুল | সুজাতা কর্মকার - ৩৭৭ |
| মেমারি ভি. এম ইনস্টিটিউশন | শঙ্খদীপ ঘোষ - ৪৮১ |
| ইছলাবাদ হাইস্কুল | দুর্বা চক্রবর্তী - ৩৮৪ |
| ইছলাবাদ বিবেকানন্দ বালিকা বিদ্যালয় | প্রিয়াঙ্কা কর - ৩৯৫ |
| ক্ষেতিয়া উচ্চ বিদ্যালয় | ফতেমা খাতুন - ৪৩৫ |
| রায়না স্বামী ভোলানন্দ বিদ্যায়তন | পায়েল মল্লিক - ৪৬৮ |
| কৃষ্ণপুর উচ্চ বিদ্যালয় | পিউ হাজরা - ৩৩৭ |
| বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয় | শর্মিলা নন্দী - ৪০৫ |
| কাটোয়া কাশিরাম দাশ বিদ্যায়তন | সৌম্য বন্ধু - ৪৭৪ |
| কাটোয় দুর্গাদাসী চৌধুরানি বালিকা বিদ্যালয় | সুকন্যা দত্ত - ৪৭৫ |
| রায়না এস. বি. বিদ্যায়তন | পায়েল মল্লিক - ৪৬৮ |
| কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয় | সায়ন বন্দোপাধ্যায় - ৪৫২ |
| ভাতাড় মাধব পাবলিক হাইস্কুল | বেনুগোপাল বৈরাগ্য - ৪৭০ |
| পাঁচগাছিয়া এম. বি. বিদ্যানিকেতন | দীপায়ন বিশ্বাস - ৪৮৫ |
| নেহরু বিদ্যামন্দির | মুন্না গুপ্তা - ৪১৪ |
| লোহাই সম্মিলনী বিদ্যামন্দির | নিবেদিতা গোস্বামী - ৪৭০ |
| উদয়পল্লী শিক্ষানিকেতন | রোহিনা খাতুন - ৪২৯ |
| সাধনপুর বিবেকানন্দ হাইস্কুল | গার্গী পাল - ৪৪০ |


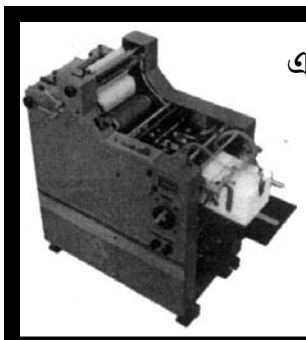

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

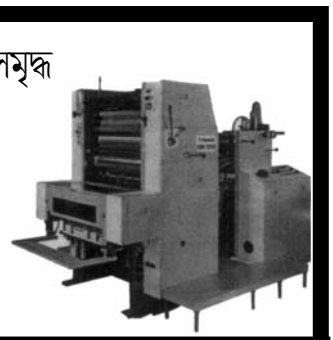

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক


সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা